যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস
ঢাকা, বাংলাদেশ
কনসুলার শাখা
মাদানী এভেনিউ, বারিধারা
ঢাকা- ১২১২. বাংলাদেশ

অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর নির্দেশাবলী

ভিসা পাওয়ার আগে প্রতি অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীকে দূতাবাসের অনুমোদিত চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্যগতভাবে অভিবাসনের উপযুক্ত বলে ঘোষিত হতে হবে। স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ততার এইসব কাগজ-পত্র যুক্তরাষ্ট্রের পোর্ট অফ এন্ট্রি বা প্রবেশ পথে অবশ্যই দেখাতে হবে।

প্রত্যেক অভিবাসীকে ভিসা সাক্ষাৎকারের আগে অবশ্যই নিজ দায়িত্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের সময় নিতে হবে। এর অর্থ এই যে, প্রধান আবেদনকারী মহিলা বা পুরুষকে দূতাবাসে তার ভিসার সাক্ষাৎকারের কমপক্ষে ৭ দিন আগে অনুমোদিত চিকিৎসকের কাছে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যেতে হবে। এতে করে সংশিষ্ট চিকিৎসক আপনার সাক্ষাৎকারের আগে ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেয়ার মত পর্যাপ্ত সময় হাতে পাবেন। ডাক্তারি পরীক্ষার সময় সকল আবেদনকারীকে তাদের পাসপোর্ট ও চার কপি ছবি অবশ্যই সাথে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অনুমোদিত চিকিৎসকদের তালিকা নীচে দেয়া হল। আপনি আপনার ইচ্ছামত তাদের যে কোন একজনকে দিয়ে আপনার ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে পারেন।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) আইওএম – ঢাকা ঢাকা সাব অফিস, প্রেসক্রিপশন পয়েন্ট লিমিটেড (৩য় তলা) বাড়ি নম্বর ১০৫, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ। টেলিফোন:০১৭৩০০৯২৪৯২, ০১৭১৩৪৮১৭৯৮ ফ্যাক্স: ৮৮১৭৭০১ ই-মেইল: dhakaha@iom.int আইওএম – সিলেট মাইগ্রেশন হেল্‌থ এসেসমেন্ট ক্লিনিক মেডি-এইড হার্ট সেন্টার দক্ষিণ দরগা গেট (মিনারের নিকটে) দরগা মহল, সিলেট-৩১০০ টেলিফোন:০৮২১-৭২৫০৫৬, ০১৭৭৭৭৬১৩০৯	ডা.এম.এ.ওয়াহাব (এমডি.পিএইচডি. ট্রপিক্যাল মেডিসিনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) রোড নম্বর - ১২, বাড়ি নম্বর - ৩ বারিধারা কূটনৈতিক এলাকা, ঢাকা টেলিফোন: ৯৮৫-৫৯৫৩, ৮৮২-৭৫৫৩ ফ্যাক্স: ৮৮২-৬০৬৯ ই-মেইল: wahab@agni.com	ডা.লীনা শাহনাজ পারভিন হক (ডার্মাটোলজিস্ট এন্ড ভেনেরালোজিস্ট) গ্রীণ ক্রিসেন্ট হেল্‌থ সার্ভিসেস বাড়ী নম্বর ২৯ (ঢাকা ব্যাঙ্কের পাশে) সড়ক: সোহরাওয়ার্দী এভেনিউ, বারিধারা, ঢাকা (নতুন বাজারের উত্তরে, বারিধারা সীমানা দেয়ালের ভিতর) টেলিফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২৩৮৪, ৫৮৮১৭৩৩৫, ৫৮৮১০৪৮৬ মোবাইল: ০১৭৪-২৩৮৮৮৫৪, ০১৯১-১৩৫২২৪৭ ফ্যাক্স: ৮৮২৯৫২৩ ই-মেইল: gchsmed@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.greencrescent.net

অবশ্যই ডাক্তারি পরীক্ষার ফি আপনাকেই দিতে হবে- দূতাবাস এই অর্থ আপনাকে কোনোভাবে ফেরত দিবে না। ডাক্তার তার নেয়া ফিসের একটি রশিদ আপনাকে দিবেন। ডাক্তারি পরীক্ষার ফিস হচ্ছে ১৫ বছরের কম বয়েসি শিশুদের জন্য ২৪০০ টাকা এবং ১৫ বছর বা তার বেশী বয়েসি আবেদনকারীদের জন্য ৩৯৫০ টাকা।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি বাড়তি টিকাদানের দরকার হয়, তাহলে ডাক্তারি পরীক্ষার খরচ বেড়ে যাবে। আপনার শরীরে যক্ষা বা অন্যান্য সংক্রামক ব্যধির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে ল্যাবরেটরিতে আরো কিছু পরীক্ষা করাতে হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তাদের ডাক্তারি পরীক্ষার ৫ দিনের মধ্যে বাড়তি ফি জমা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা জরুরি। পাঁচ দিনের মধ্যে এই সকল টেস্টের জন্য উপস্থিত না হলে আপনার কেস প্রসেস করতে অতিরিক্ত এক বছর সময় লাগতে পারে।

সকল অভিবাসীকে সংক্রামক রোগনাশক টিকা অবশ্যই নিতে হবে। এই সব টিকা অনুমোদিত চিকিৎসকদের কছে পাওয়া যাবে এবং এগুলির এক একটির ব্যয় এক এক রকম। বিরল দুই একটি ক্ষেত্রে এই সব টিকার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আপনি চিকিৎসকের কাছে এই সব টিকার সুফল ও ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিবেন।

অনুমোদিত প্যানেল চিকিৎসকরা আপনার মেডিক্যাল পরীক্ষার ফলাফল সরাসরি কনসুলার শাখায় পাঠিয়ে দেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি দূতাবাসে আপনার সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট তারিখের কম পক্ষে সাত দিন আগে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সাক্ষাৎকারের দিন যে সব আবেদনকারীর ডাক্তারি পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট দূতাবাসে এসে পৌছাবে না তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে না।

মনে রাখবেন যে, ১৫ বছরের কম বয়েসি প্রতিটি শিশুর টিএসটি বা যক্ষ্মার স্কিন টেস্ট করাতে হবে। এই পরীক্ষার জন্য প্যানেল ডাক্তারের কাছে পরপর তিন দিন যাবার দরকার হয়। এই পরীক্ষা আপনার সাক্ষাৎকারের তারিখের আগেই শেষ করাতে হবে।

যদি কারো ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট ৬ মাসের বেশী পুরানা হয় তাহলে কোন আবেদনকারীকেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। আপনার ডাক্তারি পরীক্ষার তারিখ থেকে ঠিক ৬ মাস আপনার অভিবাসন ভিসার মেয়াদ বলবৎ থাকবে। যেমন, যদি আপনি আপনার ডাক্তারি পরীক্ষা ২০১১ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে করিয়ে থাকেন, এবং যদি ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখের মধ্যে আপনার ভিসা ইসু না হয়ে থাকে, তাহলেও আপনাকে দেয়া ভিসার মেয়াদ ২০১২ সালের ১৪ই মে শেষ হয়ে যাবে। ভিসা পাওয়ার পর কত দ্রুত আপনি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তার ওপর নির্ভর করবে আপনার মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট হাল নাগাদ করাতে হবে কি না।